যুগান্তর

MAY 13 2002

মেধাই হউক নিয়োগের ভিত্তি

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারপারসন হিসাবে অধ্যাপক জিন্নাতুন নেছা তাহমিদা বেগম দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। সরকারি কর্মকর্তাদের রিক্রুটমেন্টের ভারপ্রাপ্ত এই গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক সংস্থার প্রধান হিসাবে তিনিই প্রথম মহিলা। শুক্রবার সাংবাদিকদের সহিত মতবিনিময়কালে প্রায় সাড়ে তিন দশক ধরিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক অবশ্য স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন, নারী-পুরুষ পৃথক করিয়া দেখিবার নীতিতে তিনি বিশ্বাস করেন না। যোগ্যতা, মেধা ও নিষ্ঠাতেই কর্মজীবনের একটির পর একটি সিঁড়ি তিনি অতিক্রম করিয়াছেন। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগের ক্ষেত্রেও মেধাই হইবে মূল ভিত্তি– তাহার এই প্রতিশ্রুতি বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। গত এক দশকে ক্ষমতাসীন দুইটি সরকার এই নিয়ম যথাযথ অনুসরণ করে নাই, অনেকের নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধার চাইতে দলীয় আনুগত্য প্রাধান্য পাইয়াছে– এই ধরনের অভিযোগের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে না বলিয়া আমরা আশা করিব। এক সময়ে স্বচ্ছতার জন্য সর্বমহলে প্রশংসিত সিভিল সার্ভিসে পরীক্ষা পদ্ধতির সুনাম ফিরিয়া আসিলে মেধা ও যোগ্যতার যেমন মূল্যায়ন হইবে, প্রশাসনের অপরিহার্য চাহিদাও পূরণ করা যাইবে। তদবির-সুপারিশে চাকুরিপ্রাপ্তদের দিয়া দক্ষ প্রশাসনের প্রত্যাশা কোনভাবেই পূরণ করা যাইবে না। সর্বগ্রাসী দুর্নীতির রাহুগ্রাস হইতেও মুক্তি মিলিবে না। দেশে যোগ্য প্রার্থীর অভাব– এই কথা বলা যাইবে না। পিএসসি'র সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়, পরীক্ষাগুলিতে আবেদনকারীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। ২২তম বিসিএস পরীক্ষায় মাত্র ১ হাজার ২৬৩টি শূন্যপদের বিপরীতে আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল ৮৫ হাজার ১১৯ জন। নন-গেজেটেড পদগুলিতে এক একটি পদের জন্য কয়েকশ' পর্যন্ত আবেদন জমা পড়িতেছে। দেশে উচ্চশিক্ষিত তরুণ-তরুণীর সংখ্যা বাড়িতেছে, এই পরিসংখ্যান তো তাহারই সাক্ষ্য দিবে। কিন্তু তাহাদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক কাজের সুযোগ সৃষ্টি হইতেছে না। পিএসসি'র প্রতিবেদনেই বলা হইয়াছে, সরকারি এবং বেসরকারি উভয় খাতেই চাকুরির বাজার মন্দা। ইহা ঠিক যে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের হাতে এই সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি নাই। কিন্তু সরকারি অফিসার হিসাবে তীব্র প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যাহারা নির্বাচিত হইবেন, সুশাসন নিশ্চিত করিবার পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাধাসমূহ অপসারণই হইবে তাহাদের অগ্রাধিকার– এই উপলব্ধি থাকা অত্যাবশ্যক। পিএসসি'র মতো গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদটি সাড়ে তিন মাস শূন্য থাকায় বেশকিছু অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যা সৃষ্টি হইয়াছে। নূতন চেয়ারপারসন দ্রুততার সহিত ঐগুলি নিষ্পত্তির আশ্বাস দিয়াছেন। ২১, ২২ ও ২৩তম ব্যাচের বিষয়ে সিদ্ধান্তের পাশাপাশি নূতন নিয়োগের ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণও জরুরি। সরকারি সিদ্ধান্তের কারণে যে সকল ছাত্রছাত্রীর বয়সসীমা অতিক্রান্ত হইয়াছে, তাহাদের অন্তত একটিবার সুযোগ প্রদানের জন্য আমরা অনুরোধ করিব। পরীক্ষা পদ্ধতি এবং মেধার পাশাপাশি কোটাভিত্তিক নিয়োগ প্রক্রিয়া লইয়াও বিতর্ক রহিয়াছে। একবিংশ শতকের প্রশাসনের দাবি মিটাইতে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সহিত আলোচনার মাধ্যমে এই সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। সমাজের অবহেলিত অংশকে সুযোগ প্রদান কিংবা অন্য বিবেচনায় কোটার প্রয়োজন থাকিলেও ইহার কারণে মেধাবীরা বঞ্চিত হয় এবং এমনকি কখনও কখনও অন্যায়-অনিয়ম মাথাচাড়া দেয়, এই দুঃখজনক অভিজ্ঞতা আমাদের অনেক হইয়াছে। তবে গণমুখী প্রশাসনের প্রত্যাশা যে বহুলাংশেই অপূর্ণ, উহার দায়দায়িত্ব কেবল কোটার উপর চাপাইলে চলিবে না। প্রশাসনের গলদ সর্বমহলে স্বীকৃত এবং উহার শিকড়ও বেশ গভীরে। ইহার পরিবর্তনের লক্ষ্য সামনে রাখিয়াই নিয়োগ প্রক্রিয়ার সামগ্রিক বিষয় চূড়ান্ত করিতে হইবে।